পূর্বাঞ্চল ৭ জানুয়ারী ১৯৯০

সংগীতে এক অনন্য প্রতিভার নাম সাধন সরকার

মাহমুদ আলম খান

শিল্প ও সুরসাধক মার্কিন সরকার মুলত ধ্রুপদী সংগীতের এক কীর্তিমান পুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল, ঠুমরি ও গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ছিল এক অসাধারণ পদচারনা ও প্রতিভা।

উচ্চাঙ্গ এবং লোকসংগীতের এই দ্বিধারায় একই সঙ্গে দক্ষপদচারনার নজীর দেশে ও বিদেশে খুবই দুলর্ভ। তাই সাধন সরকারের প্রকৃত মুলায়ন এবং গবেষণা সংগীত সম্পদের স্বার্থেই একান্তভাবে প্রয়োজন।

কিন্তু প্রচার বিমুখ, সৃজনশীল ও নিরলস শিল্পী ও সুরসাধক সাধন সরকার খুলনার মত একটি মফস্বল শহর এবং বিত্তহীন পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে এবং আমাদের অজ্ঞতা ও আত্মপ্রচার পরায়ন চরিত্র এবং স্বার্থের জন্য বিরল প্রতিভার এই শিল্পীর যথাযথ মুল্যায়নের লক্ষ্যে আজও কেউ বাস্তব উদ্যোগ করেন নি।

অনন্য প্রতিভার অধিকারী সাধন সরকার সম্ভবতঃ আমাদের আত্ম প্রতিষ্ঠার সমাজে একজন সাধারন সংগীত শিল্পী এবং শিক্ষক হিসেবেই সম্মানিত। পৃথক কোনো সত্তার স্বীকৃতি তার ভাগ্যকে সুপ্রসন্নকরেনি।

সাধন সরকারের গাম্ভীর্য ও মাধুর্য কণ্ঠ সংগীতের কোন রকর্ড নেই। ৪০ বছর ব্যাপী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় অবদানের ইতিহাসও আজ বিস্তৃতির অতল গহবরের তলানীতে পরিণত হয়ে পড়েছে। পচনশীল ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজে এবং বাম গণতান্ত্রিক শক্তির অবক্ষয়ের ইতিহাসে এটাই স্বাভাবিক পরিণতি।

সাধন সরকার বার্ধক্যের সীমানায় পা দিয়েছেন। এখন অসুস্থ। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি একটি চোখের দৃষ্টি হারিয়ে বসেছেন। অন্যাটিরও অবস্থা সুখকর নয়। তার সাথে যুক্ত হয়েছে উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপসর্গ।

চরম অর্থকষ্টের মধ্যদিয়েও তার চিকিৎসা চলছে। তার পূর্ণ সুস্থ্যজীবন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সাধন সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয় ষাটের দশকের শেষ ভাগে। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য কোনটা আমি জানিনা, একদল তরুণ -তরুণী আমাকে উত্তরণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি মনোনীত করে আমার অনুমতি চাইলে আমি তাতে সম্মতি জানাই। পড়ে জানতে পারি ষাটের দশকের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সন্দীপন থেকে বেড়িয়ে এসে কয়েকজন তরুণ উত্তরণ গঠন করেছিলেন।

এক পর্যায়ে এসে সন্দীপনের অধ্যাপক খালেক রশীদের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। পরিচয় হয় হাসান আজিজুল হক, নাজিম মাহমুদ, আজিজ খান, আবুবক্কর সিদ্দিক প্রভৃতি ব্যক্তিদেরসঙ্গে।

অধ্যাপক খালেক রশীদকে আমি জানতাম ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে। খুলনায় আসার পূর্বে তার প্রগতিশীল চিন্তার পরিবর্তন সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিলনা। ফলে সন্দীপন ও উত্তরণের কর্মকান্ডের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগীতা সাংস্কৃতির অঙ্গনে দানা বেধেঁউঠেছিল।

এই প্রতিযোগিতায় উত্তরণকে সন্দীপনের প্রগতির ধারার বিপরীতে একটি প্রতিক্রিয়ার ধারারূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস চলে। শেষ পর্যন্ত খালেক রশিদের মাধ্যমে তার অবসান ঘটে।

উত্তরণকে এভাবে চিহ্নিত করার একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস আছে। খুলনায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রগতিশীল ধারায়

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় →

অগ্রজ সংগঠন অগ্রনী শিল্পী সংসদ। সাধন সরকার এই সংসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু শুরুতেই খুলনার প্রতিক্রিয়া শক্তি তার বিপরীতে গঠন করে সাহিত্য ও শিল্পী সংসদ। এদের লক্ষ্য ছিল প্রগতিশীল ধারাকে আঘাত করা এবং খুলনার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পাকিস্তানী শাসকদের সংস্কৃতিক মাপে প্রচার করা।

অগ্রনী শিল্পী সংসদ মুলতঃ ব্রজলাল কলেজের তৎকালীন ছাত্রদের দ্বারা গঠিত হয়। যার মধ্যে বর্তমান প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা গোলাম মোস্তফা এবং রেডিও পিকিং-এর বাংলা বিভাগের কর্মকর্তা জাহিদুর রহীম জড়িত ছিলেন। তাঁদের ছাত্রজীবনের উচ্চ শিক্ষার জন্য খুলনা ত্যাগের কারণে অগ্রনী শিল্পী সংসদের সাংগঠনিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়না।

৫০-এর দশকের শুরুতে খুলনার ছাত্র-যুবকর্মীরা প্রয়াত আব্দুল গফুরের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নয়া সাংস্কৃতিক সংসদ। অন্যান্যদের সঙ্গেও সাধন সরকার নয়া সাংস্কৃতিক সংসদের সঙ্গে জড়িত হন। কিন্তু এখানেও দেখা গেল তার বিপরীতে প্রায় একই সঙ্গে গঠন করা হয় প্রতিক্রিয়ার মন ও মননের ব্যক্তিবর্গদের দ্বারা সাংস্কৃতিক মজলিস।

ফলে সন্দীপনের পাশাপাশি উত্তরনের জন্মকেও প্রথমে প্রতিক্রিয়াদের দ্বারা গঠিত একটি সংগঠন বলে ভ্রান্ত ধারনা সন্দীপন সংগঠকদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

ষাটের দশকের শেষ পাদেও উত্তরণ সন্দীপনের মতই সক্রিয় ছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তা এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন সন্দীদের অবদান ছিল অনেক বেশী।

সাধন সরকারের জীবনের অমূল্য অবদান সন্দীপনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্যেই বিকশিত এবং স্বীকৃতি অর্জন করে।

১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর উনসত্তুর সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে যে, সমস্ত গণসংগীতের প্রচলন ছিল, তা' মূলতঃ পশ্চিম বাংলার এবং বৃটিশ শাসন কালে বর্ধিত। পূর্ববঙ্গের রচিত গণসংগীতের সংখ্যা ছিল সীমিত। ভাষা অন্দোলনের ভিত্তিতে একুশের গানের মধ্যে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী ছাড়া একুশের আর তেমন কোন জনপ্রিয় গান ছিলনা।

সন্দীপন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী উনসত্তরের গণ আন্দোলনের জোয়ারে অসংখ্য গণসংগীত ও একুশের গানের প্রচলন করে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যত জনপ্রিয় গণসংগীত ও একুশের গান প্রচলিত আছে, তার ৮০ ভাগ তৈরী হয় খুলনাতে এবং এই সমস্ত গানের সুরকার সুরসাধক সাধন সরকার। এই সমস্ত গান এখন বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ।

এই সমস্ত সমৃদ্ধ গানের কিছু সংখ্যক চেতনার সৈকতে ছাপা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ এখনও অপ্রকাশিত। সব চাইতে দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত গানের কোন রেকর্ড হয়নি এবং তৈরী করারও কোন উদ্যোগ কেউ গ্রহন করেন নি।

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন মনে করছি উত্তরণের কর্মী কারুকের কথায় এবং তাঁর অনুজ বুলবুলের সুরে উত্তরণও কয়েকটি একুশের নতুন গান প্রচার করে। এই গানগুলিও জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু তাকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ না করায় এই গানগুলির প্রচার এখন আর নেই।

সন্দীপনের একুশের গানের জনপ্রিয়তার চাইতে গণসঙ্গীতের সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা সব চাইতে বেশী ছিল। বাংলাদেশের গণসংগীতের ভান্ডারে সন্দীপনের অবদান বেশী। পরিবেশ ও কথা গণসংগীত রচনার জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তার সুর সৃষ্টি। সাধন সরকারের মত সুরকারের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল গণআন্দোলনের ঢেউয়ের সঙ্গে গণসংগীতে সঠিক সুর মিশিয়েদেওয়া।

এখানে গণসঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারার কথাও উল্লেখ করা যায়। অতীতের গণসঙ্গীতের সঙ্গে সাধন সরকারের সুরারোপিত প্রতিটি গণসংগীতে আন্দোলনের ঢেউ, সুর ও ধ্বনি প্রানবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। যা' অতীতের অধিকাংশ গনসংগীতে ছিলনা। এখানেই সাধন সরকারের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। অন্য সুরকারদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে বিচার করা এবং তাঁকে অনন্য প্রতিভার অধিকারী বলে আখ্যায়িত করার এক যুক্তিবাদীদাবী।

৬০-এর দশকের গণ আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা ছিল প্রধান। এই সময় চীনের একটি পত্রিকায় ইংরেজি ভাষায় চীনের একটি গানের কথা ও স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। সন্দীপন থেকে এই চীনা গানের বাংলা ভাষান্তর করার পর সাধন সরকার ইংরেজী স্বরলিপির ভিত্তিতে ভাষান্তরিত চীনা গানের একই সুর তৈরী করেন।

এই গানটি তৎকালীন চীন মৈত্রী সমিতির একটি অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করার পর সাধন সরকারের প্রতিভার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান আরও বেশী গভীর করে তোলে।

এই বিরল প্রতিভার সঙ্গীতজ্ঞ সাধন সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং উচিৎ নয়। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, সাধন সরকারের অনন্য প্রতিভার পাশে দাঁড় করিয়ে অনেককেই বিচারে আনা যায়না। এবং উচিৎও নয়।

খুলনায় সাধন সরকার ব্যক্তি হিসাবে খুব বেশী উপেক্ষিত হয়েছেন সে কথা আমি বলবনা। সংগীতজ্ঞ হিসাবেই তিনি জীবদ্দশাতেই সম্মান ও প্রসংশা অর্জন করেছেন।

খুলনা স্কুল অব মিউজিক, খুলনা কবিতালাপ গোষ্ঠী, খুলনা সুজলা সাহিত্য গোষ্ঠী, চারনিক শিল্পী গোষ্ঠী সাধন সরকারকে সংবর্ধনা ও সম্মান দিয়েছে। সরকার কৃতি সংগীত শিল্পী হিসাবে সাধন সরকারের মাসিক বৃত্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। রেডিও থেকে তার বিশেষ সাক্ষাৎকার ধারন করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সাধন সরকারের উপর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তবু আমার মনে হয় কবিগুরু রবি ঠাকুরের একটি কবিতার কথা।

'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘরের বাহিরে দুইপা ফেলিয়া
একটি ধানের শীর্ষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।'

আমার শেষ কথা প্রাগুক্ত সম্মান সাধন সরকারের শেষ প্রাপ্য? তাকে দেবার এবং নেবার কি আর কিছুই নেই?

আমার এই প্রশ্নগুলি দেশের সংগীত বিশেষজ্ঞ, জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন, রেডিও, টেলিভিশন, প্রাক্তন সহকর্মী এবং সরকারকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসুন আমরা সবাই মিলে এই অনন্য প্রতিভার প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করি এবং তাকে পূর্ণ সুস্থ্য করে তুলি। তার জীবন ও কীর্তিকে সংরক্ষণ করার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহন করি।

শেষ

দৈনিক খবর

৯ জানুয়ারী ১৯৯০

সাধন সরকার সম্বর্ধিত

খুলনা, ৭ই জানুয়ারী (নিজস্ব প্রতিনিধি)।- খুলনার চারনিক শিল্পী গোষ্ঠী গত ২৯শে ডিসেম্বর স্থানীয় বিএমএ ভবনে সঙ্গীতাচার্য শ্রী সাধন সরকারকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনানুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন শ্রী শিবনাথ বোস। মানপত্র পাঠ করেন বুলা বিশ্বাস। শিল্পী সাধন সরকারের সঙ্গীত সাধনা ও কর্মময় জীবনের ওপর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অধ্যাপক সুশান্ত সরকার। স্মৃতিচারণ করেন অধ্যাপিকা মুক্তি মজুমদার।

সম্বর্ধনার উত্তরে শিল্পী সাধন সরকার বলেন, তাঁর এই ৬০ বছর বয়সে এমন আনন্দ তিনি কোন দিন পাননি। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা অর্থাৎ চারনিক শিল্পী গোষ্ঠী তাকে যে সম্মান জানালো তা তাঁর আমৃত্যু স্মরণ থাকবে। তারপর 'ভয় যদি কোন দিন আমার এ গান থেমে যায়'.....সুশান্ত সরকারের লেখা এই গানটি গেয়ে শিল্পী তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে সাধন সরকারের কবিতা ও ছড়া পাঠ করেন সুশোভন সরকার ও বুলা বিশ্বাস এবং সাধন সরকারের সুরারোপিত বিভিন্ন ধরনের ২১টি গান পরিবেশন করেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন শ্রী সুকান্ত সরকার।

অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত শিল্পী সাধন সরকারকে নগদ অর্থ ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

খুলনাঃ চারনিক শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার -খবর